



বদলে দিতে পারে অনেকে কছি

লেখক: ওয়াসমি চৌধুরী | প্রকাশিত: 13 July 2026, 06:16 AM | বিভাগ: ফচার



বাংলাদেশে নদীবধিৌত দেশ। সমগ্র ভ,খন্ড জুড়ে জালরে ন্যায় ছড়িয়ে ছটিয়ে আছে নদী-নালা, খাল-বলি, হাওর-বাওর, পুকুর আর জলাশয়। একসময় এদেশে ১ হাজার ৩৬০টি ছোট-বড় নদী-নালা, খাল-বলি ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা ৫শ এর ঘরে নমে এসছে। পৃথিবীর অনেকে দেশে শহররে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য খাল কটে নদীর পানি, এমনকি সমুদ্ররে পানি শহররে ভতের নিয়ে এসছে। আমরা এর বপিরীত কাজটিকিরছি। একরে পর এক নদী-নালা, খাল-বলি ভরাট করে তা জমতিে রূপান্তর করছি। তবুও আমাদের পরচিয় নদীমাতৃক দেশে হসিবে। পৃথিবীর অনেকে দেশে এমন নদী বধিৌত ভ,খন্ড নই। অধকি সংখ্যক নদ-নদী থাকার কারণে এদেশে রভির ট্যুরজিমরে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। রভির ট্যুরজিম হতে পারে আমাদের অর্থনীতরি একটি বিড় সহায়ক শক্তি। আবার তা হতে পারে সৌন্দর্যরে নতুন উপকরণ। হতে পারে দেশরে নতুন পরচিয়। কন্তি, তার জন্য প্রয়োজন সঠকি কর্মপরকিল্পনা, দকিনরিদেশনা।

পর্যটন একটি শিল্প। তাই, এটিকে শিল্প হিসেবেই বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেকোনো শিল্প গড়ে তুলতে হলে সরকারিও বেসরকারি পর্যায়ে থেকে যে ধরনের নারসিং প্রয়োজন, এই শিল্পের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োজ্য। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ আছে বলে আমাদের কিছু করার নই তা ভাবার সুযোগ নই। এ কারণেই এখানে একটি সমন্বিত কর্মকৌশল প্রয়োজন। এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যটন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো যদি একযোগে কার্যক্রম হাতে নেয় তাহলে সেখান থেকে ভালো ফলাফল আসতে বাধ্য। আমরা যদি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় রিভার ট্যুরিজমের জন্য কোনো পদক্ষেপে গ্রহণ করতে পারি তাহলে সেটা হবে বিশ্বের ভ্রমণ প্যাসপোর্ট পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান বা ভ্রমণের তীর্থস্থান।

একটু কল্পনার জগতে চলুন। একটি জাহাজের কথা ভাবুন। সুন্দর ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত জাহাজ। প্রতিটি রুমের এসি বিদ্যুতের সুব্যবস্থা। রয়েছে টেলিফোন। জাহাজের মধ্যে উইন্ডমিল, সোলার সিস্টেম, আরন্তজাতিক মানের কমপ্ল্যানেন্স, লন্ড্রিসিস্টেমসহ যা যা প্রয়োজন তার সব আয়োজনই রয়েছে। এ ধরনের একটি জাহাজ যদি সদরঘাট বা নারায়নগঞ্জ থেকে সুন্দরবন যাত্রায় করতে তাহলে কেমন হবে? জাহাজে ঘুরে সুন্দরবন দেখা যাবে। আধো আলো, আধো অন্ধকারে বাঘ দেখা যাবে। ভরা পূর্ণিমায় চাঁদের আলোয় জাহাজ ভেসে বেড়াবে। নদী থেকে তাজা মাছ ধরে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে, এমন ভাবনাগুলো আমাদের দেশে অসম্ভব নয়। আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ডসহ উন্নত দেশগুলোতে আমাদের দেশের অনেকে নাগরিক বাস করছে। তাঁদের নিকট যদি এ ধরনের জাহাজে ভ্রমণের কথা প্রচার করা হয়, তাঁরা যখন দেশে ঘুরতে আসবে রিভার ট্যুরিজম উপভোগ করতে ভুল করবে না। শুধু প্রবাসীরা নয়, এদেশের মানুষও এখন ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। অনেকে সুযোগ পলেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। তাঁরাও এ ধরনের রিভার ট্যুরিজমের সুযোগ গ্রহণ করবে। বাদিশেরিও এ ধরনের ভ্রমণে উৎসাহী হবে। রিভার ট্যুরিজমের একটি বড় সুবিধা হলো এর মতো নির্মল পরিবেশ আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমরা যারা শহরে বাস করি তাঁদের প্রতিদিন গাড়ির কালো ধূঁয়া সবেন করতে হয়। সাথে রয়েছে পরিবেশ দূষণের নানা উপকরণ। রিভার ট্যুরিজম কিছুটা সময়ের জন্য বা কয়েকদিনের জন্য দিতে পারে নির্মল বায়ু সবেনের অপূর্ব সুযোগ।

পাকিস্তান আমলে সদরঘাট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নৌপথে যাত্রায় সুযোগ ছিল। স্বাধীনতার পরেও অনেকে বছর পর্যন্ত চালু ছিল। কবিতা আশরি দশকরে শেষের দিকে তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, এই অঞ্চলের রেলপথ ও সড়ক পথে ক্রমাগতভাবে চাপ বেড়ে চলছে। নৌপথে যাত্রায় খরচ কম। রিভার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর হতে পারে। এখনো ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার বা সেন্টমার্টিন পর্যন্ত জাহাজ চলাচলের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা যতে পারে। এ ধরনের ভ্রমণের ক্ষেত্রে কেটোমরোম ধরনের জাহাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই জাহাজগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো সহজে পানিতে

ডুবে না। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি জাহাজগুলো ওজন বশে হালকা হয়। ফলে, গতবিগে থাকে বেশি দুটি জাহাজের মধ্যে পাশাপাশি ঘষা লাগলেও ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে এ ধরনের জাহাজ বেশি দেখা যায়। জাহাজগুলো নির্মাণের সময় নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হয়। গতবিগে বেশি হলেও আমাদের দেশে প্রক্সাপটে ঘন্টায় ১২ থেকে ১৪ নটিক্যাল মাইল বেগে চলাচল করতে পারবে। এর গতবিগে আরও বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে সম্ভব নয়। কারণ এই জাহাজ বেশি ঢেউ সৃষ্টি করে। গতবিগে বেশি থাকলে ঢেউয়ের কারণে ছোট ছোট নৌকাগুলো ডুবে যাবে। এছাড়া, নদীর পাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

শুধু সুন্দরবন নয়। কক্সবাজারও নয়। রিভার ট্যুরিজমের জন্য সমগ্র বাংলাদেশে হতে পারে ভ্রমণের তীর্থস্থান। ভাটি অঞ্চলে বড় বড় হাওর রয়েছে। বর্ষাকালে তা সমুদ্রে রূপ নেয়। এ ধরনের জায়গার দৃশ্য কখনো লিখে বা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। এ সকল দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করার একমাত্র উপায় হলো সরজেমনিতে তা অবলোকন করা। বর্ষাকালে যমুনার কথা চিন্তা করুন। চারদিকে পানির জয়জয়কার ভাব। এমন দৃশ্য যে কারও মন মুহূর্তের মধ্যে ভালো করে দিতে পারে। বর্ষাকালে সমগ্র দেশে যেনে পানিতে ভাসতে থাকে। ওই সময় কটোমরোম জাহাজে ঘুরে বড়োনের আনন্দ লিখে বুঝানো সম্ভব নয়। শাপলা-শালুকরে দেশে বাংলাদেশে। হাজার রকম পাখির দেশে বাংলাদেশে। বর্ষায় এ দেশে অপরূপ সাজে সজ্জতি হয়। আমাদের কবি সাহিত্যিকরা লেখার মধ্য দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করতে পারি রিভার ট্যুরিজমের মধ্য দিয়ে।

ঢাকা শহরেও রিভার ট্যুরিজমের সুযোগ রয়েছে। ৪০০ বছর আগে ঢাকাকে লন্ডনের সাথে তুলনা করা হতো। লন্ডন টেমস নদীর তীরে অবস্থিত। ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে। ওই সময় ঢাকা নদীবধিত অঞ্চল ছিল। ঢাকার ওই জৌলুস আর নাই। কিন্তু সরকার যদি মনে করে ঢাকার হারিয়ে যাওয়া গৌরব আবার ফিরিয়ে আনবে তা অসম্ভব নয়। সবটুকু না হলেও অনেকেই সম্ভব। ১০০ বা ২০০ সটিরে ওয়াটার বাস দিয়ে ঢাকার চারপাশে যদি ঘুরে বড়োনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে মানুষ তা উপভোগ করবে। তবে, মানুষের চাহিদা আর সে অনুযায়ী সবো প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য ড্রিজেনিংয়ের ব্যক্তি নাই। যদি তা সঠিকভাবে করা হয় তাহলে হয়তো মানুষ ঢাকার চারপাশ ঘুরে দেখার সুযোগ পাবে। রিভার ট্যুরিজমের একটি নতুন দগিন্ত উন্মোচন হবে। রিভার ট্যুরিজম শুধু অজানা গন্তব্যে ঘুরে বড়োনা বা অদখলকে দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং আপন ঠিকানায় যাতায়াতের সময়ও রিভার ট্যুরিজমের আনন্দ উপভোগ করা যায়। যাদের বাড়ি দক্ষিণাঞ্চলে তাঁরা অনেকেই নৌপথে যাতায়াত করেন। আবার অনেকে নৌপথ এড়িয়ে চলেন। যাঁরা নৌপথকে এড়িয়ে চলেন তাঁদের একটি বড় অংশ মনে করেন চলাচলরত নৌযানগুলো নিরাপদ নয়। বাস্তবকিঅর্থও তাই। কারণ, ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম রুলস অনুযায়ী এ

ধরনের নৌযানগুলো ২৫-৩০ বছর পর চলাচলরে উপযোগী থাকে না। কনিতু আমাদরে দশে তা অনুসরণ করা হয় না। এছাড়া, জাহাজগুলোর নরিমাণ কৌশল নয়েও মানুষরে মনে ভীতিকা জ করে। চলাচলরত জাহাজগুলো যদি কটোমরোম প্রকৃতির হয় তাহলে মানুষ ভ্রমণকে উপভোগ করার সুযোগ পাবে। অনেকে শখ করেও দক্ষিণাঞ্চল ঘুরতে যাবে।

আমাদরে মতো স্বল্পোন্নত যেকোনো দেশকে সামনে অগ্রসর হতে হলে অল্প কয়েকটি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। বনিয়োগরে বড় অংশ বসেরকারি খাত থেকে আসে। আমাদরে দশেও মোট বনিয়োগরে প্রায় ৯০ ভাগ বসেরকারি খাত থেকে এসছে। কনিতু প্রতিটি খাতরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নীতিনির্ধারণরে কাজটি প্রাথমিকভাবে সরকারকেই করতে হয়। এ সকল কাজরে জন্য বসেরকারি খাত সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে। মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। কনিতু সরকাররে পক্ষে সকল খাতরে উন্নয়ন একযোগে সম্ভব নয়। গরীব দশে হিসেবে আমাদরে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরকার যদি সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও সকল খাতরে উন্নয়নরে চেষ্টা করে তাহলে প্রকৃতঅর্থে কোনো খাতরে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাত নির্বাচন করতে হয়। এদশে ট্যুরজিমরে জন্য প্রকৃতিগতভাবেই আমরা একটু সুবধিজনক অবস্থানে রয়েছে। তাই এই খাতরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সরকাররে পক্ষে সহজ হবে। সরকার যদি এই খাতরে উন্নয়নে একটি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং পাশাপাশি বসেরকারি খাতরে প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে তাহলে রভার ট্যুরজিম তথা আমাদরে দশেরে সামগ্রিক পর্যটন খাত দশেরে অর্থনীতির জন্য নতুন মাইলফলক তৈরি করতে পারে। হতে পারে অনেকে করে সংস্থান। হতে পারে মানুষরে মাইন্ড রফ্রশমেন্টে জন্য অভাবনীয় সুযোগ।

ওয়াসমি চৌধুরী

উন্নয়নকর্মী